৪২

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 AUG 1987 পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ৩

প্রাথমিক শিক্ষার হাল-খবর

পাবনায় প্রায় ৩১ হাজার ছাত্রের লেখাপড়া বিঘ্নিত ।। ১৬ মাসে ৫৮টি বিদ্যালয় বন্ধ

।। হাবিবুর রহমান স্বপন ।।

সাঁথিয়া (পাবনা) ২৫শে আগষ্ট।—গত এক যুগে পাবনা জেলায় মাত্র ১৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হয়েছে। জনসাধারণের উদ্যোগ ও আর্থিক সাহায্যে গড়ে ওঠা জেলার বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো দীর্ঘকাল ধরে সরকারীকরণ না করায় আর্থিক সংকটের কারণে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জেলার ৯টি উপজেলায় ১০৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের আশায় কোন রকমে টিকে থাকলেও এগুলোর বর্তমান অবস্থা খুবই শোচণীয়, যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে উক্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪শ' ১০ জন শিক্ষকের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং প্রায় ৩১ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

পাবনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, জেলার নয়টি উপজেলায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্তমানে ১০৪। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসেও এ সংখ্যা ছিল ১৬২। অর্থাৎ গত ১৬ মাসে ৫৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। গত ১২ বছরে পাবনা জেলার নয়টি উপজেলায় মাত্র ১৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বছরে ১০টি এবং ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরে প্রতি উপজেলায় ২টি করে নয়টি উপজেলায় মোট ১৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম সরকারীকরণের সুপারিশ করে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি সরকারীকরণের চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে মাত্র ৮টি।

বর্তমানে জেলার নয়টি উপজেলায় যে ১০৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কোন রকমে টিকে আছে সেগুলোও চরম আর্থিক সংকট ও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশই দু'যুগেরও বেশী সময় ধরে সরকারীকরণের আশায় রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের আবেদন-নিবেদন ও তদবির দৌড়াদৌড়িতেও কোন ফল হয়নি। নিজেদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর গরজেই স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগ, আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় এ সব বিদ্যালয় চালু হয়। কোথাও জনসাধারণের চাঁদা আবার কোথাও নামমাত্র ছাত্র-বেতনের ওপর নির্ভর করে বিদ্যালয়গুলো চলছে। এরমধ্যে ২০ থেকে ২৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ও রয়েছে। বিদ্যালয়গৃহ বলতে কোনটির চাল টিনের, কোনটির খড়ের, কোনটির আবার টালীর। অধিকাংশরই ভাঙ্গাচোরা চাটাইয়ের বেড়া, কোনটির আবার তাও নেই। একটু বৃষ্টি হলেই অনেক বিদ্যালয় ছুটি দিতে হয়। চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ আলমারী, ব্লাক বোর্ডসহ আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ নেই বললেই চলে। বিশেষ করে প্রায় সব বিদ্যালয়েই বেঞ্চের চরম সংকট। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বসার জন্য বাড়ী থেকে ছালা বা মাদুর নিয়ে আসতে হয়। বর্তমানে চালু ১০৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩০ হাজার ৮শ' ২২। এদের লেখাপড়াই যে কেবল বিঘ্নিত হচ্ছে তাই নয়, লেখাপড়ার ভবিষ্যতও দিন দিন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে এই ১০৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৪শ' ১০জন শিক্ষকের জীবন চরম আর্থিক সংকট ও অভাব অনটনে দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। সরকারীকরণ করা হবে এ আশায় তারা নামমাত্র বেতনে কোথায়ও আবার বিনা বেতনে শিক্ষকতা করে আসছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সরকারীকরণ না করায় এখন তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সব কিছু মিলিয়ে এ সব বিদ্যালয়ে এখন লেখা-পড়ার পরিবেশ নেই বললেই চলে।